ড. মঙ্গল কুমার নায়ক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

প্রথম অটোর রাজত্ব কালে জার্মান রাজতন্ত্র

গভীর, গম্ভীর যে কোন বিষয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অথবা প্রবহমান বর্তমানের সঙ্গে ফেলে আসা অতীতের তুলনা করার জন্য আমাদের পিছু হটে যাওয়াটা অবধারিত ভাবেই থেমে যায় মধযযুগে এসে। এই যুগকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধযযুগ, অন্ধকার, অজ্ঞতা, বর্বরতা প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার না করলে একদল পণ্ডিতের চলেনা। এই ধরণের শব্দ বন্ধ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা তৃপ্তি পেতে থাকেন।কিন্তু এই বিচারেই কি একটা যুগকে বিচার করা চলে? একটি যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতি সমাজ বিকাশে তার অবদানকে অস্বীকার করা চলেনা। তেমনি একটি অধ্যায় হল প্রথম অটোর শাসন কাল(৯৩৬-৯৭৩)। কালের অন্ধকারে আজোসে ভাস্বর। তার সমগ্র শাসন কালের মধ্যে ৯৬২সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পোপ দ্বাদশ জন কর্তৃক সম্রাট পদ লাভ সত্যিকি জার্মান রাজতন্ত্রকে মধ্যযুগের গহন অন্ধকার নিক্ষিপ্ত করেছিল? তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হবে এই প্রবন্ধে।

এটা অবশ্য স্বীকারর্য যে, ৯৩৬সালে প্রথম অটোর সিংহাসন আরোহণ প্রমান করে প্রথম হেনরির রাজ্য শাসন কতখানি কার্যকারিতা ছিল। দশম শতাব্দীতে রাজপদ অবলুপ্ত করতে গেলে একজন রাজার যে সমস্ত গুণাবলী অপরিহার্য ছিল তার সমস্ত কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর চরিত্রে। এই জার্মান শাসকের শারীরিক ও মানসিক বলিষ্ঠটার সঙ্গে মিশে ছিল প্রখর বুদ্ধি। সমস্যাকুল রাজনীতির মধ্য সঠিক পথ অনুসন্ধানের সহজাত ক্ষমতা। হেনরি দ্য ফাউলার একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অটোর সময়ে এটি স্যাক্সন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁর আদর্শবাদ, বিচক্ষনতা এবং বীর্যবত্তা তাকে মহান করেছিল। এই কারনে শার্লামেনের পর অটো ছিলেন মধ্যযুগের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক রূপে অভিনন্দিত।

চার্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত হয় শাসন ব্যাবস্থার প্রধান কাঠামো। একে বলা হয় 'Attonian system of Government' . সমগ্র জার্মানিতে ডাচি গুলির উপরে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সার্বজনীন কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া ছিল জরুরী। এই ক্ষেত্রে চার্চ ছিল উপযুক্ত বলে তিনিমনে করতেন। তাই চার্চকে তিনি দোসর হিসেবে মেনে নিয়ে ছিলেন। কেননা চার্চে কোন বংশানুক্রমিতা ছিল না। তাছাড়া শিক্ষিত যাজকদের পক্ষে নিয়ে এলে শাসন ব্যাবস্থার সুবিধে ছিল। ব্যারাক্ল বলেছিলেন এই নীতি নিয়ে তিনি বাস্তব বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। চার্চের সঙ্গে সমঝোতা করে উভয় পক্ষের শত্রু সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাকে খর্ব করে ছিলেন। শাসন ব্যাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল।

রাজশক্তি ও চার্চ উভয়ের মিলিত শক্তির মধ্যদিয়ে যে শাসন ব্যাবস্থা দশম শতকে জার্মানিতে গড়ে উঠেছিল তাই অটোর শাসন পদ্ধতি(Ottonian System)রূপে বর্ণিত হয়েছে। চার্চ ও রাজতন্ত্রের এই ভাবে মিলে যাওয়াটা মধযযুগের জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি ও উল্লেখযোগ্য ছিল। এই পরিবেশেই পোপ দশম জন উন্মুক্ত ভাবে ঘোষণা করেছিলেন 'এক

মাত্রই রাজার রয়েছে বিশপ নির্বাচনের অধিকার'। রাজাকে সহযোগিতা, বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন সহ বিচিত্র ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালন করে চার্চ হয়ে উঠেছিল শাসন ব্যবস্থার অন্যতম অংশ। সাধারণ প্রজার আধ্যাত্মিক উন্নতি, সাধারনের দুরহ কর্তব্য পালন করে তারা অটোকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছিল। এর ফল সরূপ সুবিশাল সম্পত্তি, বহুবিধ স্বাধীনতা ভোগ করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগের চার্চগুলি।

অটোর শাসনকাল দশম শতকের সমাধান করলেও ভবিষ্যতের বহু অশান্তির বীজ এই লুকিয়েছিল এই নীতির মধ্যে। রাজার বেহিসেবী উদারতার ফলে চার্চ অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানির সবচেয়ে শক্তিশালী ভূসম্পত্তির মালিকে পরিণত হয়। ফলে সেই দুর্দিন বেশি দূরে ছিলনা যখন দাতাকে গৃহীতার কৃপাপ্রার্থী হতে হয়েছিল।রাজশক্তি যে পরিমাণে হস্তান্তরিত হয়েছিল সেই পরিমাণে জার্মান রাজশক্তি চার্চ ও পোপের নিয়ন্ত্রনে চলেগিয়েছিল। এই বিপদের দিকটি অটো অথবা পরবর্তী শাসকরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় জার্মান শাসকদের এর মাসুল দিতে হয়েছিল। চার্চ যখন গর্বিত, উচ্চাভিলাষী নেতৃত্ব লাভে সক্ষম হল তখন ইনভেস্টর কনটেস্টের অনিবার্যতা দেখা দিল।

জার্মান ইতিহাসের সুপণ্ডিত ব্যারাক্লু তার The Origin of the Modern Germany গ্রন্থে লিখেছিলেন- একটি সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী শাসন নীতি উদ্ভাবনের চেয়ে প্রথম অটোকে আস্থাও প্রয়োজন অনুসারে নীতি প্রণয়নে বেশী সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছিল। ফলে ব্যারনদের ক্ষমতা খর্ব করার মতো কোন স্থায়ী শক্তি জন্ম দিতে পারেন নি। এটা তর্কাতিত যে, অটোর সময়ে চার্চ ছিল ডিউকদের সংযত রাখার প্রধান অস্ত্র। কিন্তু চার্চকে কখনই রাস্ট্র ক্ষমতার অঙ্গীভূত করার চেষ্টা হয়নি। যাজকদের রাজস্বার্থ মুখী করে তোলার কোন চেষ্টা অটোর আমলে হয়নি।

পূর্ব ইউরোপে ৯২৯ থেকে ৯৮৩ সালের মধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যের যে উল্লেখ যোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছিল তাতে নিতান্ত নগণ্য ছিলনা অটোর ভূমিকা। পিতার নীতির বিশ্বস্ত অনুস্রন করেই তিনি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ করেছিলেন। ৯৬৭সালে বোহেমিয়া ও পোল্যান্ডে রোমান চার্চ অটোর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

প্রথম অটোর নীতির যৌক্তিকতা ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃজাগরণ সম্পর্কে জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স ব্রাউব্যাক বলেছিলেন অটোর নীতি জার্মানির প্রয়োজনে অনুসৃত হয়েছিল। ৯৬২ সালে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানটিকে প্রথম অটোর দ্বারা জার্মান স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মৃত রোমান সাম্রাজ্যে প্রান প্রতিষ্ঠার হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে গবেষকদের অনেকেই মনে করেন। আবার অনেকে এমনও বলেছেন যে, নির্বোধের মতো কাজ করে পিতৃভূমির অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন। অনেকে বলেছেন জার্মান শাসক হিসেবে রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য অটোর পক্ষে ইতালীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল অনিবার্য এবং তিনি সেটা করেছিলেন।

বস্তুত পক্ষে জার্মানির পূর্ণগঠনে মগ্ন প্রথম অটোর এটা বুঝতে দেরী হয়নি যে, নির্বিঘ্নে আরদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে তাকে তাকাতে হবে জার্মানির দক্ষিনের দিকে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিবেশি ভূখন্ড গুলিকে আর এখানে প্রধান সহায়ক হয়েছিল চার্চ। ৯৬২সালে তাঁর অবসান হল। সামরিক শক্তিহীন কোন শাসকের সম্রাটের পদপ্রাপ্তি সেই দিক থেকে অভূতপূর্ব ছিল।

কিন্তু তা হলেও এটা স্বীকার্য যে, রাজ্যসীমা বৃদ্ধি নয়, বৈধতার স্বীকৃতি বাহক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সম্রাটের অভিধা। সুতরাং সম্রাট রূপে অভিষিক্ত হয়ে অটো পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে নতুন কোন সূচনা করেন নি। এই ঘটনা ছিল অতিক্রান্ত অর্ধ শতকের বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত,অ সফল বাআ অর্ধ সফলের চেষ্টা গুলির একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বার্থক পরিণতি। সম্রাট অভিধা অর্জন করার পর শুধু মাত্র ইতালির শাসনের বৈধ শাসক নয়, মধ্যরাজ্যের উপরে নিয়ন্ত্রণ ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের পুনঃজীবনে জার্মান স্বার্থ সিদ্ধ করে ছিল। পরিস্থিতির চাপে পরবর্তী জীবনে অটোর সুদীর্ঘ কাল ইতালীতে অতিবাহিত করলেও ৯৬২সালের পরে জার্মান রাষ্ট্র শাসন ব্যাবস্থায় কোন বিরুপ প্রতিক্রীয়া দেখা যায় নি। এর জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নি জার্মানির জাতীর জীবনে। অটোর পুনর্জীবিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ‘রোমান’ শব্দটি যুক্তনা থাকলেও তা ছিল পুরোপুরি একটি নতুন সাম্রাজ্য। তাই রৌদ্রস্নাত ভুমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে, উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে জার্মানির সম্প্রসারণের নব অভিষিক্ত সম্রাট আজও গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

প্রশ্নঃ

১. প্রথম অটোর রাজত্ব কালে জার্মান রাজতন্ত্রের বিবরণ দাও।

২. তুমি কি মনে কর প্রথম অটোর সময়ে জার্মান রাজতন্ত্র বিকাশের শ্রেষ্ঠপর্বে পৌঁছে ছিল ?

৩. প্রথম অটোর সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৪. ‘Attonian system of Government’ কি ?